কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 SEP 2017
পৃষ্ঠা 21 কলাম 2

নারায়ণগঞ্জের স্কুলে তুলকালাম

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জে শত বছরের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি'তে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে এর প্রধান শিক্ষককে টেনেহিঁচড়ে বের করা হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ১৯০৬ সালে স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী স্কুলটি স্থানীয়ভাবে বেশ সমাদৃত ছিল। নারায়ণগঞ্জের অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তি এই স্কুলের ছাত্র। নব্বইয়ের দশকে স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা এনায়েত হোসেনের মৃত্যুর পর তিন দশক ধরে স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদ মূলত স্কুলটি নিয়ন্ত্রণ করছিল। ওই সময় স্কুলটির নিয়ন্ত্রক ছিলেন খানপুর এলাকার মিজানুর রহমান বাচ্চু, সামসুজ্জামান খান ভাষানীসহ কয়েকজন। তখন শিক্ষক নিয়োগ থেকে সব কিছু হয়েছে তাঁদের ইচ্ছামতো। ২০০৪ সালের শেষ দিকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে পরিবর্তন আসতে থাকে। কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব হিসেবে থাকা শামীম চৌধুরীকে স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদের সভাপতি করা হয়।

শামীম চৌধুরী শুরুতে স্কুলের উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েন। আর এসব নিয়ে দেখা দেয় উত্তেজনা। একপর্যায়ে তাঁকে ম্যানেজ করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান সরকার নানা ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিষদের নির্বাচন দাবি করা হয়। গত ২০ আগস্ট মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস তফসিল ঘোষণা করলেও মনিরুজ্জামান বিষয়টি গোপন রাখেন। তিনি আবারও শামীম চৌধুরীকে প্রধান রেখে একটি কমিটি অনুমোদনের চেষ্টা করেন।

বিষয়টি জানাজানি হলে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। তারা এ ব্যাপারে কয়েক দিন ধরেই আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। এর অংশ হিসেবে গতকাল সোমবার সকালে সেখানকার কয়েকজন মিলে স্কুলের গেটের বাইরে ও পরে প্রধান শিক্ষকের রুমে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

সোমবার প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সামসুজ্জামান খান ভাষানী, ব্যবসায়ী নুরুজ্জামান সরদার, পরিবহন ব্যবসায়ী আবুল হোসেন নিলু প্রমুখ। এর মধ্যে ভাষানী, নুরুজ্জামান সরদার আগেও কয়েক দফা এ স্কুলের ব্যবস্থাপনা পর্ষদে ছিলেন।

নুরুজ্জামান সরদার জানান, প্রাচীন এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অনেক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাঁর আমলে স্কুলে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। এ কারণে স্কুলের ফল ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

সামসুজ্জামান খান ভাষানী জানান, প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব কোচিং সেন্টারে বাধ্যতামুলক কোচিং করা, ভর্তি ও বই বাণিজ্য এবং বোর্ডের সব স্তরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করাসহ বিভিন্ন দুর্নীতি করে আসছেন। যে কারণে শিক্ষার মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

স্থানীয় অভিভাবক আবুল হোসেন নিলু মিয়া বলেন, 'প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান স্কুলটি কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সে কারণে দিন দিন এর মান খারাপ হচ্ছে। আমরা চাই নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক।'

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শরীফুল ইসলাম জানান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হবে। পরে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান সরকার বলেন, 'স্থানীয়দের অনেকেই স্কুলটি নিয়ে ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু পছন্দমতো কমিটি না হওয়ায় তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে; যার অংশ হিসেবে আমাকে লাঞ্ছিত করে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়। এটা শোভনীয় কাজ নয়।